কবিরাজবিশ্বনাথকৃতঃ সাহিত্যদর্পণঃ

সাহিত্যদর্পণঃ

(দশমঃ পরিচ্ছেদঃ)

সানুবাদ সম্পাদনা

ড. জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়

এম. এ. (ডাবল), (স্বর্ণপদক, যতীন্দ্রবিমলচৌধুরীস্মারকপদক প্রাপ্ত)
পি এইচ. ডি. ; ডি. লিট্. কাব্যতীর্থ, প্রাক্‌শাস্ত্রচূড়ামণি স্কলার

সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬

সাহিত্যদর্পণঃ

(দশমঃ পরিচ্ছেদঃ)

ओ३म् अयमारम्भः शुभाय भवतु
कविराजविश्वनाथरचितस्य साहित्यदर्पणस्य
दशमः परिच्छेदः

मूल ঃ अथावसरप्राप्तानलङ्कारानाह—

शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः।
रसादीनुपकुर्वन्तोऽलङ्कारास्तेऽङ्गदादिवत् ॥१॥

यथा—अङ्गदादयः शरीरशोभातिशायिनः शरीरिणमुपकुर्वन्ति, तथानुप्रासोपमादयः शब्दार्थशोभातिशायिनो रसादेरुपकारकाः। अलङ्कारा अस्थिरा इति नैषां गुणवदावश्यकी स्थितिः। शब्दार्थयोः प्रथमं शब्दस्य बुद्धिविषयत्वाच्छब्दालङ्कारेषु वक्तव्येषु शब्दार्थालङ्कारस्यापि पुनरुक्तवदाभासस्य चिरन्तनैः शब्दालङ्कारमध्ये लक्षितत्वात् प्रथमं तमेवाह—

বঙ্গানুবাদ ঃ অতঃপর (অলংকার নির্ণয়ের) অবকাশ প্রাপ্ত হওয়ায় তিনি (বিশ্বনাথ) অলংকারগুলির কথা বলছেন, অঙ্গদ প্রভৃতির মত শোভা বৃদ্ধিকর, শব্দ এবং অর্থের যে অনিত্যধর্ম রসপ্রভৃতির উপকার সাধন করে সেগুলিই হচ্ছে অলংকার। ১। যেমন, কঙ্কণ প্রভৃতি দেহশোভা বর্ধক অলঙ্কার দেহীর উপকার বিধান করে তেমনি অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি শব্দ এবং অর্থের সৌন্দর্যবর্ধন করে রস প্রভৃতির উপকার সাধন করে। অলংকার অনিত্য, (কাব্যে) তাদের অবস্থান গুণের মত আবশ্যিক নয়। শব্দ এবং অর্থের মধ্যে প্রথমেই শব্দ বুদ্ধির বিষয়ীভূত হওয়ায় শব্দালঙ্কার (প্রথমে) বলা উচিত হলেও পুনরুক্তবদাভাস এই শব্দার্থালংকারের লক্ষণ চিরকাল ধরে শব্দালংকার মধ্যে স্বীকৃত হওয়ায় প্রথমেই পুনরুক্তবদাভাসের (কথা) লক্ষণ বলছেন—

সুষমা

অলঙ্কারের লক্ষণ এবং গুণ ও অলঙ্কারের পার্থক্য।

সাহিত্যদর্পণের দশম পরিচ্ছেদে 'অষ্টাদশভাষাবারবিলাসিনীভুজঙ্গ' কবিরাজ বিশ্বনাথ অলংকারের লক্ষণ করেছেন,

শব্দার্থয়োরস্থিরা যে ধর্মাঃ শোভাতিশায়িনঃ।
রসাদীনুপকুর্বন্তোঽলঙ্কারাস্তেঽঙ্গদাদীবৎ॥১॥